লেন্স এশিয়া

LENS ASIA

১৫ নভেম্বর, ২০২৬

বিএনপির সমাবেশের মঞ্চে আওয়ামী লীগ নেতা, হাটহাজারীতে ক্ষোভ



ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বিএনপির একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে আবদুল মাবুদ তালুকদারের উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন সক্রিয় হিসেবে পরিচিত এই ব্যক্তি ২০২১ সালে গড়দুয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলটির মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ গত ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায় মঞ্চে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।

মাবুদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের অভিযোগ, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের কেউ কেউ বিএনপির পরিচয় ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এ ক্ষেত্রে দলের কিছু নেতার সহযোগিতা ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মাবুদ তালুকদারের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁর অংশগ্রহণের পুরোনো ছবিও রয়েছে। এসব ছবিতে উত্তর জেলা যুবলীগের সভাপতি এসএম রাশেদুল ইসলাম, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সালামসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁকে দেখা গেছে।

হাটহাজারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সোহরাব চৌধুরী নোমান, সহসভাপতি সরওয়ার মোর্শেদ তালুকদার, গড়দুয়ারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মহসিন তালুকদার এবং ছাত্রলীগ নেতা মোশারফ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে মাবুদের একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ছবিও রয়েছে। একুশের প্রথম প্রহরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার কর্মসূচিতেও তাঁকে দেখা গেছে।

২০২১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গড়দুয়ারা থেকে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে প্রচার চালিয়েছিলেন মাবুদ। সে সময় পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুনে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন নেতার দাবি, ওই নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরাও তাঁর পক্ষে কাজ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন তিনি বলে দাবি করেছেন বিএনপির কয়েকজন নেতা।

এবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিএনপির অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মাবুদের ভাই মুছা তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে দুবাইয়ে মোবাইল ব্যবসা করেন। দুবাই বিএনপির একটি সূত্রের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মুছার সঙ্গে দলটির কয়েকজন নেতা ও জনপ্রতিনিধির যোগাযোগ ছিল। ২০২১ সালে ভাইকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাইয়ে দিতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এবার পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার পর বিএনপির এক নেতাকে অর্থ দিয়ে মাবুদকে অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসানোর ব্যবস্থা করেছেন বলে অভিযোগ ওই সূত্রের।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাটহাজারী উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব গিয়াস উদ্দিন চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, আবদুল মাবুদ আওয়ামী লীগ করতেন কিংবা দলটির কোনো পদে ছিলেন, এমন তথ্য তাঁর জানা নেই। ২০২১ সালে মাবুদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে হেরেছিলেন। তাঁর ভাই ইব্রাহিম একসময় যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তবে বিএনপির অনুষ্ঠানের মঞ্চে মাবুদের বসা ঠিক হয়নি। কীভাবে তিনি সেখানে গেলেন, তা তিনি জানেন না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা বিব্রত। মাবুদকে বিএনপির প্রার্থী করার আলোচনা অপপ্রচার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক চিকিৎসক রফিকের কাছেও বিষয়টি অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। তিনি বলেন, মাবুদ কখনো বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ২০২১ সালে গড়দুয়ারা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে তিনি প্রচার চালিয়েছিলেন। বিএনপির সমাবেশের মঞ্চে মাবুদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছেন জানিয়ে রফিক বলেন, একই ইউনিয়নের বাসিন্দা হিসেবে ঘটনাটি তাঁকে বিব্রত করেছে।

গড়দুয়ারা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, মাবুদ গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরাও মাঠে ছিলেন। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর পর কেউ কেউ বিএনপির পরিচয় কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে সুবিধা নিতে চাইছেন। মাবুদের মতো ব্যক্তিরা দলের মঞ্চে জায়গা পেলে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করা নেতাকর্মীদের ত্যাগ প্রশ্নের মুখে পড়ে। মাবুদ চেয়ারম্যান পদে প্রচার চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দলের বলে জানান এই নেতা।

ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব মো. জাহাঙ্গীরের বক্তব্য, মাবুদকে উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন নেতার মাধ্যমে ৭ নভেম্বরের সমাবেশের মঞ্চে নেওয়া হয়েছে। কারা তাঁকে সেখানে বসার সুযোগ দিয়েছেন, তা তাঁর জানা নেই। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে অনুষ্ঠানে জায়গা দেওয়া ত্যাগী নেতাকর্মীদের মনে আঘাত করার শামিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের নির্দেশনা অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে যুক্ত না করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলেও জানান

তিনি।

মাবুদের রাজনৈতিক অতীত নিয়ে জাহাঙ্গীরের অভিযোগ আরও স্পষ্ট। তাঁর দাবি, মাবুদ দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দলটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ২০২১ সালে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও আওয়ামী লীগ নেতাদের ছবি ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন। তাঁকে বিএনপির অনুষ্ঠানের মঞ্চে তোলার পেছনে কারা ছিলেন, তা খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে গড়দুয়ারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিনও এলাকায় প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি জানান, মাবুদের ভাই ইব্রাহিম একসময় ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংগঠনের কার্যক্রমে সক্রিয় নন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তফসিল এখনো ঘোষণা হয়নি। এর মধ্যেই গড়দুয়ারা ইউনিয়নে আবদুল মাবুদ তালুকদারকে জনসংযোগ করতে দেখা যাচ্ছে। বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার কথাও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের আশঙ্কা, দলীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাঁর উপস্থিতির ছবি সামনে রেখে নির্বাচনে বিএনপির সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন তিনি।

LENS ASIA